প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য

সম্পাদনা

তাপস বসু

Scanned by CamScanner

Pragadhunik Bangla Sahityer Rupboichitrya
Edited by Tapas Basu

© দেবশ্রী বসু

ISBN: 978-93-93534-07-1

প্রথম প্রকাশ
২২ জুলাই, ২০২২

প্রকাশক
অক্ষরযাত্রা প্রকাশন
আনন্দগোপাল হালদার
৭২ দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩
মোবাইল: +৯১ ৯৪৭৪৯০৭৩০৭
ই-মেল: aksharyatrabook@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রণ
জ্যোতি লেজার পয়েন্ট
৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
রোচিষ্ণু সান্যাল

বিনিময়
ছয়শত পঞ্চাশ টাকা

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

কবি নিত্যানন্দ ও তাঁর পুথিপত্র
শ্যামল বেরা ১১

মৈমনসিংহ-গীতিকা: সমাজমনস্তত্ত্ব ও প্রেমদর্শন
অজিত ত্রিবেদী ২৪

মধ্যযুগের কাব্যে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা
সনৎকুমার নস্কর ৭২

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আইহন থেকে আজকের আয়ান: রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অনুঘটক ৮৭
রাতুল গোস্বামী

মধ্যযুগের অনুবাদ-সাহিত্য: প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ৯১
অমিত মণ্ডল

কৃত্তিবাসী রামায়ণ: প্রাচীন বাঙালি সমাজ ও নদীয়া জেলা ৯৮
সুদীপ্ত ঘোষ

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের অভিনবত্ব ১০৬
দেবশ্রী মণ্ডল

কৃষ্ণবর্ণে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু: শৈবাল মিত্রের 'গোরা' ১১৭
অচিন্ত্য বিশ্বাস

গান্ধর্বশিল্পী চৈতন্যদেব ১৩৪
তাপস বসু

মধ্যযুগের ধর্ম ও সাহিত্যে সূফীসাধনা এবং চৈতন্যদেব ১৪০
তনুকা চৌধুরী

বৃন্দাবন দাসের কাব্যভাবনা ১৪৫
নবনীতা বসু

মধ্যযুগের কাটোয়া: চৈতন্যদেব কেন্দ্রিক বৈষ্ণব আন্দোলন ১৫৫
গৌরবচন্দ্র পাল

সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম-দর্শন: বিশিষ্ট একটি সাধনতত্ত্ব ১৬২
অর্জুন বিশ্বাস

স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে বৈষ্ণব নারীদের ভূমিকা ১৭৩
অপর্ণা রায়

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে নিম্নবর্গের শ্রেণিদ্বন্দ্বের পুণর্নিরীক্ষা ১৭৯
বিপুল মণ্ডল

মঙ্গলকাব্য: সামাজিক ক্রীড়া-বৈচিত্র্য ২০০
ভবেশ মজুমদার

Scanned by CamScanner

বাংলা নাটকে মনসা-ঐতিহ্যের নবনির্মাণ: 'চাঁদ বণিকের পালা', 'অথ মনসাকথা', 'ডান্স বেহুলা ডান্স' ২১২
বিপ্লব চক্রবর্তী
মনসামঙ্গল কাব্য-কাহিনির বৌদ্ধ উৎস ২২১
রিপন সরকার
মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল কাব্যে নগর পরিকল্পনা ২২৬
তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
ত্রিনাথ কথা: পৌরাণিক ও সাহিত্য প্রসঙ্গ ২৩৫
সুমনচন্দ্র দাস
ইসলামী কবিদের প্রণয়কাব্য ২৪৭
আলামা ইকবাল
ইউসুফ-জোলেখা: যুগপ্রবাহে উজ্জ্বল বাক্‌প্রতিমা ২৫১
দীপাঞ্জনা শর্মা
মহাশ্বেতা দেবীর কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু: মধ্যযুগীয় কবির আত্মকথন ২৫৮
লিপিকা বিশ্বাস
গীতিকায় পুরুষ ২৬৪
সত্যবতী গিরি
সতী থেকে পার্বতী: শাক্ত সাধনায় ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ২৭৬
পূরবী হাওলাদার
নারী-পরিসর নির্মাণ: শাক্ত পদাবলীর আলোকে ২৮৮
মধু মিত্র
বিনির্মাণ তত্ত্বের আলোকে নির্বাচিত সাহিত্যপাঠ ২৯৯
রোশনি বিশ্বাস
কৃষ্ণকথার প্রতিধ্বনি: উনিশ শতকের পত্রকবিতা ৩০৭
অভিষেক ঘোষাল
সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের বৈষ্ণবকাব্যের মূল্যায়ন ৩১৩
আসিবা খাতুন
মধ্যযুগের অন্তিম দুই শতাব্দীতে খ্রিস্টসাহিত্য চর্চা ৩১৭
সুরঞ্জন মিদ্দে
আধুনিক যুগের কবিতা ও প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্য: পরিগ্রহণ ৩৩৩
তরুণ মুখোপাধ্যায়
মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ-প্রসঙ্গ ৩৩৮
পিন্টু রায়চৌধুরী

লেখক পরিচিতি ৩৪৯

Scanned by CamScanner

মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ-প্রসঙ্গ

পিন্টু রায়চৌধুরী

এক অনন্ত দিব্য জীবনের আলোক বিচ্ছুরণে বাঙালি জাতি ধন্য হল; অথচ তাঁকে নিয়ে আমাদের কোনও উন্মাদনা থাকবে না, তাও কি হয়? বৈষ্ণব কবি যাঁকে কেন্দ্র করে পদ রচনা করেছেন:

অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পুর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

(গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, গোবিন্দ দাস)

প্রয়াণের মাত্র চার বছর পরে পৃথিবীতে আসার কারণে প্রবল আক্ষেপোক্তি ধ্বনিত হয়েছিল উক্ত পদটির মধ্যে। বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে পাঁচশো বছর পর সেই আক্ষেপের মাত্রা আরও সহস্র গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্দিকে হানাহানি, মিথ্যে আর লোকঠকানোর কারবার; যান্ত্রিক যুগের করাল গ্রাস থেকে আমাদের রক্ষার জন্য যুগাবতার আর জন্ম নেবেন না এই মর্ত্যভূমে— এ কথা কি কম বেদনার? ভক্তবান বৈষ্ণব ছাড়াও এই বীজ রোপিত হয়ে আছে প্রতিটি মানবপ্রেমীর মনে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেই কারণেই বলেছেন— :

দেবতারে যাহা দিতে পারিত দিই তাই
প্রিয়জনে-প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

(সোনার তরী, বৈষ্ণব কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রিয়কে দেবতা করেই তো মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবৎকালে গোটা বাংলাকে এবং বাংলার বাইরে উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, এমনকি ভারতবর্ষকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলেছিলেন। তাঁর জীবনের বিচিত্র সব লীলা নিয়ে অনেক গ্রন্থকার জীবনী লিখেছেন। একজন ব্যক্তিপুরুষ হলেও শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে জীবনী লেখার এই প্রয়াস অবশ্যই বিস্ময় উদ্রেক করে। চৈতন্য মহাপ্রভু সমকালেই দিব্য ক্ষমতাগুণে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন বলেই তাঁকে নিয়ে জীবনীকাব্য (Biography) লেখার সূচনা নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক অভ্যুত্থানের বিষয়। এহেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে অসংখ্য তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব জীবনী গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' এটি সংস্কৃতে লেখা চৈতন্যদেব সম্পর্কিত প্রথম জীবনীকাব্য। এর পর যিনি সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনী রচনা করেছিলেন তাঁর নাম (কবিকর্ণপুর) পরমানন্দ সেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বাল্যাবস্থায় পরমানন্দের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি দেখে তাঁকে 'কবিকর্ণপুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর রচিক দুটি গ্রন্থ— 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকাকারে রচিত এবং অন্যটি হল 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এরপর উল্লেখযোগ্য প্রবধানন্দ সবস্বতী রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামক স্তবগ্রন্থ। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় স্বরূপ দামোদর রচিত 'কড়চা'

Scanned by CamScanner

গ্রন্থটি। স্বরূপ দামোদরের আসল নাম পুরুষোত্তম আচার্য, বাড়ি নবদ্বীপ। তিনি চৈতন্যদেবের তুলনায় বয়োঃজেষ্ঠ ছিলেন এবং পুরীধামে মহাপ্রভুকে সবসময় রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থের আদি লীলার ১৩ তম পরিচ্ছেদে বলেছেন:

প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্রে করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।

অন্যান্য চৈতন্য জীবনীকারদের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত, জয়ানন্দ, লোচন দাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ— এঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ প্রসঙ্গটি সেই কারণেই আজও সমালোচক মহলে কিছুটা ধোঁয়াশার উদ্রেক করে।

বিস্ময়বোধ থেকেই একের পর এক চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের পাতা খুলে আমরা জানতে পারি, সত্যিকারের একজন নরদেহরূপী রক্তমাংসের 'ব্রাহ্মণ' পুরুষের কথা। নদিয়ার নবদ্বীপে যাঁর জন্ম। তাঁর দুইবার বিবাহ, সন্ন্যাসগ্রহণ, পুরীতে গমন ও বসবাস ইত্যাদির কথা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যা, তা হল— এহেন যুগপুরুষটির মৃত্যু সম্পর্কিত কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই! বিগত পাঁচ শতাধিক বছর ধরে এই একটি মাত্র প্রশ্ন সকলকে ভাবিত করে তুলেছে; শতাধিক মতামত থাকলেও কোনটি ঠিক? তাহলে কি ভগবান মহাপ্রভু এখনও জীবিত আছেন, হয়তো আমাদের আশেপাশেই আছেন। আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। এই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা যাক।

শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্ট। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র, শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তী, শান্তিপুরের অদ্বৈত, চৈতন্যের সহপাঠী মুরারী গুপ্ত, শ্রীবাস, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর (চৈতন্যের মেসো)— এঁরা সকলেই শ্রীহট্টের অধিবাসী। এঁরা অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন হয় ধর্মসঙ্কটে, না হয় বিদ্যালাভের আশায়। তখন নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চায় সর্বোত্তম স্থান রূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। জগন্নাথ ও শচীদেবীর প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ। তারপর আরও কয়েকটি সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু তাঁরা বাল্যেই মারা যায়। শচীদেবীর শেষ সন্তান নিমাই। অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর নিমাই-এর জন্ম হয়েছিল বলে সেকালের বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী যাতে যমের অরুচি ধরে, সেই জন্য এই নবজাতকের নাম রাখা 'নিমাই'।

শিশু সুগৌরবর্ণ ছিলেন বলে নবদ্বীপবাসীরা ডাকত গৌরাঙ্গ বলে। যখন চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন, গুরুদেব নাম রাখলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশে খ্যাত হলেন এই চৈতন্য নামে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই তাঁর মধ্যে দিব্যভাব জাগ্রত হয়েছিল। আনুমানিক তেইশ বছর বয়সে (১৯০৮) গয়া গেলেন নিমাই পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করতে। গয়াধামে দেখা হয় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে। গয়ায় বিষ্ণুর পাদপদ্মে অঞ্জলি দেওয়ার সময় ভাবে আত্মহারা হলেন তিনি। দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র নিলেন ঈশ্বরপুরীর কাছে।

গয়া থেকে ফিরে নিমাই কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। হৃদয় তাঁর কৃষ্ণপ্রেমে চঞ্চল হয়ে উঠল। পূর্বের রঙ্গ-পরিহাস, বিদ্যার দম্ভ, কোথায় যেন তিরোহিত হল। সংসার বৈরাগ্য দেখা দিল তাঁর হৃদয়ে। অধ্যাপনা করতে বসলেই কৃষ্ণের কথা চলে আসে, দেখেন, কৃষ্ণময় সর্বচরাচর। অবশেষে ছাত্ররা গভীর দুঃখে নিমাই পণ্ডিতের টোল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ভাবাবিষ্ট নিমাইয়ের

Scanned by CamScanner

আর কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ থাকে না। এখন থেকে কৃষ্ণপ্রেমের আবেগে নিমাই ভেসে চলে। বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-পরিজন সব পড়ে থাকে। কৃষ্ণ নামকীর্তনে উন্মত্ত হয়ে পড়েন নিমাই। এই সময় নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তদের নিয়ে শুরু হয় নবদ্বীপের নাম-সংকীর্তন। পাষণ্ডী এবং চৈতন্য-বিরোধী গোষ্ঠী মহাপ্রভুর প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টায় তৎপর হয়। বিরোধীদের প্ররোচনায় মুসলমান জমিদার চাঁদ কাজী কীর্তন বন্ধ করার আদেশ দেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বের দাপটে কাজীসাহেব হার স্বীকার করেন। সমগ্র নদিয়ায় নিমাই মহাপ্রভুর কদর বেড়ে যায়। এরপর নিমাই ভাবেন এভাবে হবে না। ভারতীয় হিন্দু ধর্মের সংস্কার অনুযায়ী সন্ন্যাসী না হলে গৃহস্থগণ কেউ ধর্ম উপদেশ শুনবে না, তা ছাড়া পাষণ্ডীদের উদ্ধার করতে হলে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেই হবে। তিনি মনে করলেন:

অতত্রব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসী-বুদ্ধিতে মোরে প্রণত হইব। (চৈতন্য চরিতামৃত)।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মাঘ শীতের রাতে চিরকালের মতো সংসার ত্যাগ করেন নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, আচার্য মুকুন্দ দত্ত— এই তিনজনকে সঙ্গে করে মহাপ্রভু উপস্থিত হলেন কাটোয়ায়। তারপর ২৯ মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কেশব ভারতীয় কাছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি যাত্রা করেন নীলাচলের দিকে। সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ ও মুকুন্দ। ওই মাসের শেষাশেষি তিনি পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পুরীধামে আঠার দিন অবস্থান করার পর বের হলেন দক্ষিণ ভারত পর্যটনে। ওই আঠার দিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। নিষ্কাম অদ্বৈতবাদী বাসুদেব সার্বভৌম বেদান্ত ভাষ্যের অদ্বৈতবাদের আসরতা বুঝতে পেরে হয়ে উঠেলেন চৈতন্যের পরম ভক্ত। বাসুদেব বললেন:

তর্ক শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহদণ্ড।
আমা দ্রাবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড। (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা)।

এরপর মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে বের হন দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায়। এখানেই চৈতন্যদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির উপাসনা প্রচার করেন, যা 'রাগানুগা' ভক্তিবাদ রূপে প্রচারিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঙ্কট ভট্ট ছিলেন নারায়ণের উপাসক। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পশ্চিম ভারতেও প্রসারিত হয়েছিল। মারাঠি সাধক তুকারাম তাঁকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করলেন। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় গোদাবরীর তীরে বিদ্যানগরে এসে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন চৈতন্যদেব। বৈষ্ণব রসতত্ত্বে দুজনে মগ্ন হলেন, অবশেষে মহাপ্রভুর রসব্যাখ্যায় রামানন্দের মনপ্রাণ নিমজ্জিত হল। মহাপ্রভুর অলৌকিক অস্তিত্ব তৎকালীন সকল পণ্ডিতবর্গের মধ্যে স্বীকৃত হল। প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে (১৪৩২-৩৩ বঙ্গাব্দ) ফিরে এলেন পুরীধামে। এসে রাজা প্রতাপ রুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রের আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। জীবনের শেষ চব্বিশ বছর মহাপ্রভু পুরীতেই স্থায়ী ভাবে থেকে যান। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন:

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান।। (চৈতন্য চরিতামৃত)

Scanned by CamScanner

যেভাবে মেঘের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীচৈতন্য ঠিক সেভাবেই শ্রীজগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গেলেন— এই কথা লোকের মুকে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

এই পর্যন্ত বর্ণনায় মহাপ্রভুর অন্তর্ধান বিষয়ক আলোচনায় পরিস্কার বোঝা যায়:

১. মহাপ্রভু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে সমস্ত পরিবেশকে নিজের অনুকূলে করে নিতে পারতেন। ভাবতন্ময় অবস্থায় তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই ভগবান বলে বিশ্বাস করেছেন। এই মর্ত্যমানব দেহরূপী ভগবান নিজেই শ্রীজগন্নাথের দেহে লীন হয়েছেন।

২. স্বগৃহ পরিত্যাগকারী গৌরকান্তিস্বরূপ শ্রীচৈতন্য যেখানে যেতেন তাঁর ব্যক্তিত্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত চারিপাশ। নীলাচলে তাঁর আগমনে প্রেম ভক্তির যে জোয়ার এসেছিল তা ঠেকানোর শক্তি কারোরই ছিল না। এর ফলে সুবিধাবাদী কিছু না কিছু বিরুদ্ধবাদী শক্তির প্ররোচনায় মহাপ্রভুকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

৩. উপর বর্ণিত দুটি বিষয় সত্য, কিন্তু তার চেয়েও ঢের সত্য মাধব পট্টনায়কের বক্তব্য। অন্যান্যদের আলোচনায় যেখানে অনেক সম্ভাবনা অথচ কালসঙ্কেতের সূত্র অনুপস্থিত, সেখানে মাধবের প্রতিটি আলোচনা পরস্পর সাল বর্ণনার নিরিখে তথ্যসমৃদ্ধ ও বাস্তবিক।

বাংলার ভক্তবৈষ্ণব সমাজের কাছে এই সত্য মেনে নেওয়া যতই কষ্টকর হোক, নতুন কোনও প্রাণাণ্য পুথি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কেনো গত্যান্তর নেই। যে কোনও দর্শনাকাঙ্ক্ষী কৌইলী বৈকুণ্ঠ প্রবেশ মাত্র অলৌকিক শিহরণ উপলব্ধি করেন আজও, মহাপ্রভুর দিব্য আত্মার আকুতি মানবমনকে ভারাক্রান্ত করে। ভয়-ভক্তি ও করুণা মিশিয়ে মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণও নব কলেবর লাভ করে। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ ও মহাপ্রভু একাকার হয়ে যান, অন্তর হয়ে ওঠে কৃষ্ণময়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. কৃষ্ণদাস বিরচিত: শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯

২. চৈতন্য ভাগবত: বৃন্দাবন দাস বিরচিত ও সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৩৮৮

৩. গোবিন্দ দাস ও তাঁহার পদাবলী: বিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১

৪. অমিয় নিমাই চরিত: শিশিরকুমার ঘোষ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৮৩

৫. শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ: গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৬. শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য: মালীবুড়ো (যুধিষ্ঠীর জানা) ময়না প্রকাশনী, ঝাড়গ্রাম, ১৩৮৫

৭. শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব: মাধব পট্টনায়ক, ভূমিকা ও অনুবাদ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

৮. শ্রীচৈতন্যমঙ্গল: লোচনাদাস ঠাকুর, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (সম্পা.), ১৩০৮

৯. চৈতন্যচরিতের উপাদান: বিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯।

Scanned by CamScanner